

“হাইব্রিড ধান বীজ আমদানি এবং হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের” বিদ্যমান পদ্ধতি
যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি :	ড: মো: কবির ইকরামুল হক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি।
সভার তারিখ :	১০ জুলাই, ২০১৯খ্রি:।
সময় :	১১.০০ ঘটিকা।
স্থান :	বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
উপস্থিত সদস্যদের তালিকা :	‘পরিশ্লিষ্ট’ গ দ্রষ্টব্য।

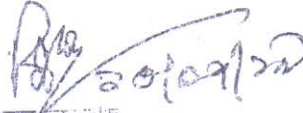
সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন এবং পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেসি, জনাব কিংকর চন্দ্র দাসকে সভার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সকলকে অবহিত করার আহবান জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেসি, সভার প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করেন।

জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি) এর ৯৭ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অনুবিভাগের স্মারক নং- ৭১৩; জং-৩০ অক্টোবর, ২০১৮ “হাইব্রিড ধান বীজ আমদানি এবং হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ”এর বর্তমান পদ্ধতি পর্যালোচনা করে যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত করার জন্য চেয়ারম্যান, বিএআরসিকে আহবায়ক ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেসিকে সদস্য সচিব করে ১৩ (তের) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে আগামী তিন মাসের মধ্যে বর্তমান পদ্ধতি সকল অংশীজনের মতামত পর্যালোচনার মাধ্যমে একটি যুক্তিসংগত খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশ দেয়া হয়।

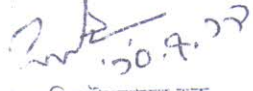
নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি মহোদয়ের সভাপতিত্বে কমিটির ৪ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অদ্যকার সভায় উপস্থিত সদস্যগণ ৪ টি প্রতিষ্ঠানের অংশীজনের মতামত পর্যালোচনার করেন। অংশীজনের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান F1 হাইব্রিড ধান বীজের আমদানির সময় সীমা বর্ধিত করে ১০ বছর করা অথবা আমদানির সময়সীমার প্রতিবন্ধকতা তুলে দেয়ায় প্রস্তাব করেন। কিন্তু উপস্থিত সদস্যগণ পর্যালোচনা করে মতামত দেন যে, “হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের সংশোধিত পদ্ধতি/২০১৬” এর অনুচ্ছেদ ১৮ অনুযায়ী আমদানির পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনকারীদের উৎসাহিত করার যে নির্দেশনা রয়েছে অংশীজনদের মতামত তার পরিপন্থি। বিস্তারিত আলোচনা শেষে “হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের সংশোধিত পদ্ধতি/২০১৬” এর অনুচ্ছেদ ৭ ও অনুচ্ছেদ ১১ সংশোধিত প্রস্তাবের সুপারিশ চূড়ান্ত করা হয় (পারিশ্লিষ্ট-খ সংযুক্ত)। এছাড়া হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ প্রস্তাবের ছক এর ৭নং কলামে “F1 বীজ বাংলাদেশে উৎপাদনে সক্ষম কিনা----- হাঁ / না “ সংযোজনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন (পারিশ্লিষ্ট-ক সংযুক্ত)।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১০/৭/১৯


কিংকর চন্দ্র দাস
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেসি
ও
সদস্য সচিব

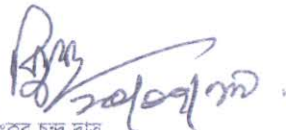
হাইব্রিড ধান বীজ আমদানি এবং হাইব্রিড ধানের জাত
মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের কমিটি।


ড: মো: কবির ইকরামুল হক
নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি
ও
সভাপতি

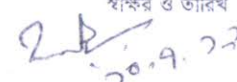
হাইব্রিড ধান বীজ আমদানি এবং হাইব্রিড ধানের জাত
মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের কমিটি।

হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ প্রস্তাবের ছক

- ক। প্রস্তাবকারী/প্রতিষ্ঠানের নাম.....
- খ। বীজ ডিলার রেজিস্ট্রেশন নং..... তারিখ.....
- গ। প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের নাম/নং.....
- ঘ। প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাত সংক্রান্ত তথ্যাদি :
- ১) ফলন (হেক্টর প্রতি).....
 - ২) রোগবাল্যই এর প্রতিক্রিয়া.....
 - ৩) গাছে ফুল আসার জন্য photo period requirement.....
 - ৪) যে তাপমাত্রায় গাছে ফুল আসে.....
 - ৫) প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল (বীজ থেকে বীজ).....
 - ৬) জাত শনাক্তকারী সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য (একাধিক হতে পারে) :.....
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দাবীর সপক্ষে প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে)
 - ৭) অ্যামাইলোজ (Amylose) এর পরিমাণ (%).....
- ঙ। সরবরাহকারী/ জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা.....
- চ। সরবরাহকারী/জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে আমদানিকারকের সমঝোতা পত্রের প্রতিলিপি.....
- ছ। কোন মৌসুমের জন্য হাইব্রিড জাতের ধান মূল্যায়নের প্রস্তাব করা হচ্ছে.....
- জ। মোট টেস্ট প্লটসমূহের জন্য বীজ সরবরাহ ও নির্ধারিত অংকের অর্থ প্রদানের অঙ্গীকারনামা (আলাদা সীটে দিতে হবে)
- ঝ। সংশ্লিষ্ট কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ট্রায়ালে প্রাপ্ত ফলাফল (এক বছরের) :
- ১) ফলন (হেক্টর প্রতি চাউলে).....
 - ২) পোকামাকড় ও রোগ বাল্যইয়ের অবস্থা (Status).....
 - ৩) গাছে ফুল আসার জন্য photo period requirement.....
 - ৪) যে তাপমাত্রায় গাছে ফুল আসে.....
 - ৫) প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল (বীজ থেকে বীজ).....
 - ৬) জাত শনাক্তকারী সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য (একাধিক হতে পারে):.....
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দাবীর সপক্ষে প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে)
- ৭) F1 বীজ বাংলাদেশে উৎপাদনে সক্ষম কিনা----- হ্যাঁ / না (গঠিত কমিটির প্রস্তাব)
- ঞ। প্রস্তাবিত জাতের Phytosanitary Certificate এর নম্বর/বিবরণী এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ ছাড়পত্র-IP ও RO (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুলিপি দিতে হবে)।


কিংকর চন্দ্র দাস
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
ও
সদস্য সচিব

প্রস্তাবকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার

স্বাক্ষর ও তারিখ

১০.৭.১১
ড: মো: কবির ইকরামুল হক
নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি
ও
সভাপতি

হাইব্রিড ধান বীজ আমদানি এবং হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের কমিটি।

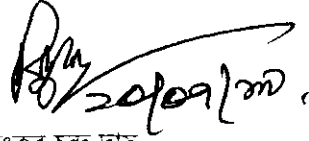
হাইব্রিড ধান বীজ আমদানি এবং হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের কমিটি।

“হাইব্রিড ধান বীজ আমদানি এবং হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের” বিদ্যমান পদ্ধতি যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশমালা :

অনু চ্ছে	হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের সংশোধিত পদ্ধতি/২০১৬	গঠিত কমিটির সংশোধিত প্রস্তাব
৭	প্রতিটি হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তাবকারীকে জাত প্রতি ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা এন্ট্রি ফি সরকারি কোষাগারে কোড নং-১-৪৩৩৮-০০০০-২০১৭ এ জমা দিয়ে চালান কপি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট দাখিল করতে হবে। এ ছাড়া প্রতি বছর প্রতি জাত ও প্রতিস্থানের ট্রায়ালের খরচ ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা হিসেবে, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি এর দপ্তরে জমা দিতে হবে। উক্ত অর্থ হইতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির ট্রায়াল স্থাপনের উপকরণ, পুট বাস্তবায়নের যাবতীয় ব্যয়, বীজ পরিবহন ব্যয়, আপ্যায়ন ভাতা, মূল্যায়ন দলের সদস্যদের সন্মানী ভাতা, সদর দপ্তরের আনুষঙ্গিক ব্যয়, মনিটরিং ভাতা প্রদান করা যাবে।	প্রতিটি হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তাবকারীকে জাত প্রতি ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা এন্ট্রি ফি সরকারি কোষাগারে কোড নং-১-৪৩৩৮-০০০০-২০১৭ এ জমা দিয়ে চালান কপি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট দাখিল করতে হবে। এ ছাড়া প্রতি বছর প্রতি জাত ও প্রতিস্থানের ট্রায়ালের খরচ ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা হিসেবে, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি এর দপ্তরে জমা দিতে হবে। উক্ত অর্থ হইতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির ট্রায়াল স্থাপনের উপকরণ, পুট বাস্তবায়নের যাবতীয় ব্যয়, বীজ পরিবহন ব্যয়, আপ্যায়ন ভাতা, মূল্যায়ন দলের সদস্যদের সন্মানী ভাতা, সদর দপ্তরের আনুষঙ্গিক ব্যয়, মনিটরিং ভাতা প্রদান করা যাবে।
১১	প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন কর্মসূচিতে দেশীয়ভাবে উদ্ভাবিত সেই ফসলের একটি হাইব্রিড (যদি থাকে) এবং কমপক্ষে একটি মুক্ত পরাগারিত (Open- pollinated) জাত স্ট্যান্ডার্ড চেক (Standard Check) হিসেবে গ্রহণ করে Test design করতে হবে। ধানের জন্য বোরো মৌসুমে দীর্ঘ জীবন কাল সম্পন্ন => ১৪৫ দিনের হাইব্রিড জাতের সাথে দীর্ঘ জীবন কাল বিশিষ্ট ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলনসম্পন্ন জাত এবং মধ্যমেয়াদী জীবনকাল সম্পন্ন < ১৪৫ দিনের হাইব্রিড জাতের সাথে মধ্যমেয়াদী জীবন কাল বিশিষ্ট জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলনসম্পন্ন জাত Standard চেক জাত হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আমন মৌসুমে দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন => ১৪০ দিনের হাইব্রিড জাতের সাথে দীর্ঘ জীবন কাল বিশিষ্ট ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলনসম্পন্ন জাত এবং স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন < ১৪০ দিনের হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রিধান ২৯ এবং স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন < ১৪৫ দিনের হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রিধান ২৮ Standard চেক জাত হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আমন মৌসুমে দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন => ১৪০ দিনের হাইব্রিড জাতের সাথে বিআর-১০/বিআর-১১/ব্রিধান-৩০/ব্রিধান ৪৯ এবং স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন < ১৪০ দিনের হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রিধান ৬৬/ব্রিধান ৭১/ বিনাধান৭ স্ট্যান্ডার্ড চেক জাত হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আউশ মৌসুমে হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রিধান ৪৮ স্ট্যান্ডার্ড চেক জাত হিসেবে ব্যবহৃত হবে। অন-স্টেশন ও অন-ফর্ম ট্রায়ালের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড চেক জাত হতে কমপক্ষে ২০% বেশী ফলন সম্পন্ন হাইব্রিড জাতকেই নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হবে। কমপক্ষে ০৪টি অঞ্চলে নিবন্ধনের যোগ্য হলে উক্ত জাতগুলি সারাদেশ ব্যাপী নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হবে। তবে ৩ (তিন)টি অঞ্চলে নিবন্ধনের যোগ্য হলে অঞ্চল ভিত্তিক নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হবে। তবে আমন ও আউশ মৌসুমে ধানের হাইব্রিড জাতের জন্য ৬টি স্থানের মধ্যে ২টি স্থানে অনফর্ম ও অনস্টেশন চেক জাতের চেয়ে শতকরা ২০ ভাগ বেশি হলে অঞ্চল ভিত্তিক এবং ০৩টি স্থানে অনফর্ম ও অনস্টেশন চেক জাতের চেয়ে শতকরা ২০ ভাগ বেশি হলে সারাদেশে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হবে। এ ক্ষেত্রে পুনঃট্রায়ালের সুযোগ থাকবে না। নিবন্ধন এর দ্বিতীয় বছর স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদন শুরু করতে হবে। ৩য় বছর থেকে ৬ষ্ঠ বছর পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে উৎপাদন এর পরিমাণের ভিত্তিতে বৎসরে শতকরা ৮০, ৬০, ৪০ ও ২০ ভাগ আমদানীর অনুমতি প্রদান করা যাবে। সর্বাধিক ছয় বছরের জন্য একটি নিবন্ধিত জাতের বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া যাবে। ৭ম বছর থেকে প্যারেন্ট লাইন (parent lines) ব্যতীত কোনক্রমেই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত হাইব্রিড জাতের বীজ আমদানি করা যাবে	প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন কর্মসূচিতে শুধুমাত্র ইনব্রিড জাত স্ট্যান্ডার্ড চেক (Standard Check) হিসেবে গ্রহণ করে Test design করতে হবে। ধানের জন্য বোরো মৌসুমে দীর্ঘ জীবন কাল সম্পন্ন => ১৪৫ দিনের হাইব্রিড জাতের সাথে দীর্ঘ জীবন কাল বিশিষ্ট ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলনসম্পন্ন জাত এবং মধ্যমেয়াদী জীবনকাল সম্পন্ন < ১৪৫ দিনের হাইব্রিড জাতের সাথে মধ্যমেয়াদী জীবন কাল বিশিষ্ট জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলনসম্পন্ন জাত Standard চেক জাত হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আমন মৌসুমে দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন => ১৪০ দিনের হাইব্রিড জাতের সাথে দীর্ঘ জীবন কাল বিশিষ্ট ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলনসম্পন্ন জাত এবং স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন < ১৪০ দিনের হাইব্রিড জাতের সাথে স্বল্প জীবন কাল বিশিষ্ট ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলনসম্পন্ন জাত স্ট্যান্ডার্ড চেক জাত হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আউশ মৌসুমে হাইব্রিড জাতের সাথে সমজীবনকাল বিশিষ্ট ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলনসম্পন্ন জাত চেক জাত হিসেবে ব্যবহৃত হবে। অন-স্টেশন ও অন-ফর্ম ট্রায়ালের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড চেক জাত হতে কমপক্ষে ২০% বেশী ফলন সম্পন্ন হাইব্রিড জাতকেই নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হবে। বোরো মৌসুমে ধানের হাইব্রিড জাতের জন্য কমপক্ষে ০৪টি অঞ্চলে নিবন্ধনের যোগ্য হলে উক্ত জাতগুলি সারাদেশ ব্যাপী নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হবে। তবে ৩ (তিন)টি অঞ্চলে নিবন্ধনের যোগ্য হলে অঞ্চল ভিত্তিক নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হবে। তবে আমন ও আউশ মৌসুমে ধানের হাইব্রিড জাতের জন্য ৬টি স্থানের মধ্যে ২টি স্থানে অনফর্ম ও অনস্টেশন চেক জাতের চেয়ে শতকরা ২০ ভাগ বেশি হলে অঞ্চল ভিত্তিক এবং ০৩টি স্থানে অনফর্ম ও অনস্টেশন চেক জাতের চেয়ে শতকরা ২০ ভাগ বেশি হলে সারাদেশে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হবে। এ ক্ষেত্রে পুনঃট্রায়ালের সুযোগ থাকবে না। নিবন্ধন এর দ্বিতীয় বছর স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদন শুরু করতে হবে। ৩য় বছর থেকে ৬ষ্ঠ বছর পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে উৎপাদন এর পরিমাণের ভিত্তিতে বৎসরে শতকরা ৮০, ৬০, ৪০ ও ২০ ভাগ আমদানীর অনুমতি প্রদান করা যাবে। সর্বাধিক ছয় বছরের জন্য একটি নিবন্ধিত জাতের বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া যাবে। ৭ম বছর থেকে প্যারেন্ট লাইন (parent lines) ব্যতীত কোনক্রমেই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত হাইব্রিড জাতের বীজ আমদানি করা যাবে

নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হবে। এ ক্ষেত্রে পুনঃ প্রত্যয়ন সুযোগ থাকবে না। পরবর্তী ৬ (ছয়) বছরের জন্য একটি নিবন্ধিত জাতের বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া যাবে। এক্ষেত্রে প্রথম বছরের বীজ আমদানিকে সীমিত করে পরবর্তী ৬ (ছয়) বছরের মধ্যে কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনার/Joint venture programme এর মাধ্যমে বীজ উৎপাদন করতে হবে। ৭ম বছর থেকে প্যারেন্ট লাইনস (parent lines) ব্যতীত কোনক্রমেই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত হাইব্রিড জাতের বীজ আমদানি করা যাবে না।

১০। তবে আমদানির উৎস দেশ হইতে রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যয়ন প্রাপ্তি ব্যতীত আমদানির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ টন আমদানির অনুমতি দেয়া যাবে তবে শর্ত থাকবে যে উক্ত আমদানিকারক বীজ উৎপাদনের স্থান, জমির পরিমাণ ও উৎপাদিত বীজের পরিমাণ প্রমাণ বীজ প্রত্যয়ন অফিসারকে অবগিত করতে হবে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি এ ব্যাপারে যথাযথ মনিটরিং করবে। কোন আমদানিকারক ১৫ টন বীজের নিম্নরীতিতে স্থানীয় ভাবে ৮। বীজ উৎপাদনে ব্যর্থ হইলে পরবর্তীতে ঐ আমদানিকারককে বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের নিবন্ধিত জাতটির নিবন্ধন প্রত্যাহারের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে প্রস্তাব করবে এবং সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক নতুন জাত নিবন্ধনের জন্য অবশ্যই হিসেবে গণ্য হবেন। জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হাইব্রিড জাতের বীজের উৎপাদন পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মাঠমান যাচাই করবে। তার উপর ভিত্তিকরে পরবর্তী বছর কি পরিমাণ বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া হবে তা নিরূপন করবে। উল্লেখ্য যে, একটি হাইব্রিড ধানের জাত কোন কোম্পানির নামে নিবন্ধনের পর তা হস্তান্তরযোগ্য নয়।



কিংকর চন্দ্র দাস

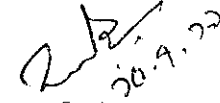
পরিচালক

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি

ও

সদস্য সচিব

হাইব্রিড ধান বীজ আমদানি এবং হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের কমিটি।



ড: মো: কবির ইকরামুল হক

নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি

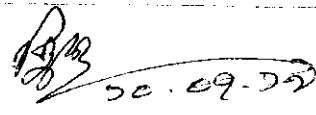
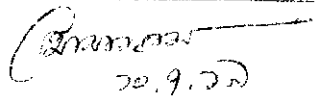
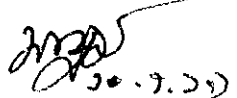
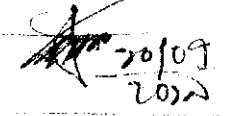
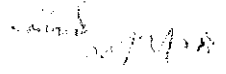
ও

সভাপতি

হাইব্রিড ধান বীজ আমদানি এবং হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের কমিটি।

“হাইব্রিড ধান বীজ আমদানি এবং হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের” বিদ্যমান পদ্ধতি যুগোপযোগীকরণের
লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভার উপস্থিত সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের স্বাক্ষরের তালিকা :-

স্থান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), ফার্মগেট, ঢাকার ০১ (এক)নং সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ : ১০ জুলাই, ২০১৯খ্রি: রোজ বুধবার।
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকায়।

ক্র: নং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	টেলিফোন/মোবাইল/ই-মেইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.	কিয়ামত চন্দ্র হাজি	সার্বিক কর্মকর্তা বীজ (মুজিব) বোর্ড	০১৭১২১১৮৮৯৮ dir.sca.gov.bd@gmail.com	 ১০.০৭.১৯
২.	ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন হোসেন	সার্বিক কর্মকর্তা (গবেষণা)	dirresearch@bim.gov.bd	 ১০.৭.১৯
৩.	ডাঃ মাসুদ	কোঅর্ডিনেটর-মুজিব	০১৭১১৫২১৬৩০ masud@muajib.gov.bd	 ১০.৭.১৯
৪.	ড. মোঃ মুজিবুর রহমান	সার্বিক কর্মকর্তা (কৃষি) বীজ (মুজিব) বোর্ড	০১৬৭১১২২৬৪৮ smr.muajib62@gmail.com	 ১০/০৭ ২০১৯
৫.				 ১০/৭/১৯

৬.	ড. মোঃ মুন্সুরুল আলম ইসলাম,	সিওসিউ, মুন্সিফেরিয়াক বিলা, মাদানারিও	০১৭১৫৬৩০৯২৫	২০/৯/১৯
৭.	ড. মোঃ নূরনবী সাদ্দাম	মহা মুন্সুরুল আলম (সিওসিউ) বিলা, মাদানারিও	০১৭৪০২২৬০২৬	২০/৯/১৯
৮.	শ্রী. আজিম উদ্দিন	প্রবীর মুন্সুরুল আলম কৃষি মন্ত্রণালয়	০১৭০২৭২৫০৯৭	২০/৯/১৯
৯.	Md. Shahjahan Ali	Advisor Bangladesh Seed Association (BSA)	০১৭৩০০১৩৩৭১ shahjahanali@yahoo.com	১০/৭/১৯
১০.	মুন্সুরুল আলম	মুন্সুরুল আলম (সিওসিউ) বিলা, মাদানারিও	০১৭১৫০৪৭৭৭৫	২০/৯/১৯
১১.	মুন্সুরুল আলম	মুন্সুরুল আলম, মাদানারিও সিওসিউ প্রতিষ্ঠান: BSA	০১৭১৩০২২৩৭১	১৬/৭
১২.	ড. মোঃ খান আলম	সিওসিউ ৩ বর্ডার প্রবীর মুন্সুরুল আলম (সিওসিউ) বিলা, মাদানারিও	০১৭০৫২৬০০১০০	২০/৯/১৯
১৩.	ড. মোঃ মুন্সুরুল আলম	মুন্সুরুল আলম সিওসিউ ৩ উদ্ভিদ প্রবীর মুন্সুরুল আলম	০১৭১০-২৮৬০৬২	২০/৯/১৯
১৪.	ড. মোঃ মুন্সুরুল আলম	মুন্সুরুল আলম (সিওসিউ) বিলা, মাদানারিও	০১৭০০-০২০০৪০	২০/৯/১৯
১৫.				